ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৩ বর্ষ ১ম সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ২ মাঘ ১৪২৫ , ১৫ জানুয়ারি ২০১৯

বিপুল বিজয় লাভ করায় আওয়ামী লীগ সভাপতিকে উপাচার্যের অভিনন্দন

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীর বিপুল আস্থা ও সমর্থন লাভ করায় তাঁকে ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ-ভিত্তিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে জাতীয় এই নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী করায় সর্বস্তরের জনগণকে জানাই অকৃত্রিম ধন্যবাদ ও অভিবাদন"।

এই বিজয়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশের বিরাজমান গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ আরও বিকাশ লাভ করবে এবং উন্নয়নের অব্যাহত ধারা বেগবান হবে বলেও উপাচার্য প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশে শিক্ষা প্রসারে শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আগামীদিনে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় অধিষ্ঠ করবে বলে উপাচার্য দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। তিনি শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করেন।

বিজয় মঞ্চে উপাচার্য

দেশমাতৃকার প্রশ্নে কোন আপোষ নয়

সম্মিলিত মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উদ্যোগে শাহবাগে স্থাপিত বিজয় মঞ্চে ১৬ থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা।

গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮ আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সহ সভাপতি নাট্যজন ঝুনা চৌধুরী এবং সম্মিলিত মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সহ সভাপতি ওসমান আলী।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিজয়ের মাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় অর্জন হচ্ছে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় অর্জন। পৃথিবীর যেকোন জাতির চেয়ে আমাদের স্বাধীনতা ভিন্ন। ত্রিশ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের এই মহান স্বাধীনতা। মানবিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনায় অর্জিত হয়েছে আমাদের এই বিজয়।

উপাচার্য আরও বলেন, কিছু মৌলিক দর্শন মানুষের জীবনে থাকতে হবে। বাংলাদেশ, মহান মুক্তিযুদ্ধ, জাতির জনক, দেশমাতৃকা- এসবের প্রশ্নে কোন আপোষ নয়। নতুন প্রজন্মকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সব সময় ধারণ করতে হবে।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

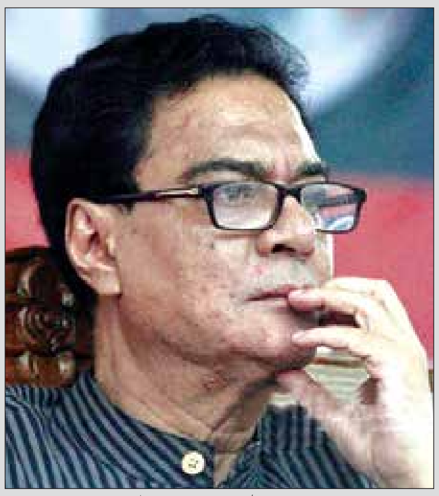

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম

আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৪ জানুয়ারি ২০১৯ এক শোকবাণীতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম একজন পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ ও জনদরদী মানুষ হিসেবে বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা নির্মাণে অসাধারণ ভূমিকা রেখে গেছেন। তাঁর এই অবদান দেশ ও জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য আরও বলেন, সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ছিলেন অমায়িক স্বভাবের একজন অসাম্প্রদায়িক চেতনার সুদক্ষ রাজনীতিবিদ। তিনি সকল দল-মতের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এক অপূরণীয় ক্ষতি ও শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে বলে উপাচার্য বলেন।

উপাচার্য মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম গত ৩ জানুয়ারি ২০১৯ রাতে ব্যাংককের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি.......রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তাঁর বাবা সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্য তিন জাতীয় নেতার সঙ্গে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

ডাকসু'র গঠনতন্ত্র সংশোধন সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন/পরিমার্জন বিষয়ক সুপারিশ প্রণয়ন কমিটির এক মত বিনিময় সভা গত ১০ জানুয়ারি ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় কমিটির সদস্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, অধ্যাপক ড. সুপ্রিয়া সাহা, অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ এবং ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। সভায় ডাকসুর গঠনতন্ত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

সম্মিলিত মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উদ্যোগে শাহবাগে স্থাপিত বিজয় মঞ্চে গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮ আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সহ সভাপতি নাট্যজন ঝুনা চৌধুরী এবং সম্মিলিত মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এর সহ সভাপতি ওসমান আলী।

গত ১০ জানুয়ারি ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন/পরিমার্জন বিষয়ক সুপারিশ প্রণয়ন কমিটির মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান।

দায়িত্ব গ্রহণের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম এর নেতৃত্বে সমিতির নব-নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ গত ২ জানুয়ারি ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ৮ জানুয়ারি ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে কবি সুফিয়া কামাল হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এসময় কবি সুফিয়া কামাল হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা ও পরিচালক অধ্যাপক ড. এম জিয়াউল হক মামুন, হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ১২ জানুয়ারি ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অমর একুশে হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অমর একুশে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম, হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ছবিতে অতিথিদের সাথে বিজয়ীদের দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ১৩ জানুয়ারি ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জাকিয়া পারভীন, হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ১০ জানুয়ারি ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে কবি জসীম উদ্‌দীন হলের ৩৫তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে কবি জসীম উদ্‌দীন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ১১ জানুয়ারি ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে জগন্নাথ হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। এসময় জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ৯ জানুয়ারি ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত স্যার এ এফ রহমান হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান উপস্থিত ছিলেন।

পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদনপত্র আহ্বান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে (জানুয়ারি-জুন) পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। রেজিস্ট্রার অফিসের এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. শাখার ৩২৩ নং কক্ষ থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে। এম.ফিল সনদপত্র অথবা সকল পরীক্ষা পাশের মূল নম্বরপত্র, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকাশনা ও চাকুরীর প্রমাণপত্র এবং জনতা ব্যাংক টিএসসি শাখায় ১ হাজার টাকা জমার রশিদ দেখিয়ে প্রার্থীকে নির্ধারিত আবেদন পত্র সংগ্রহ করতে হবে। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান/ ইনস্টিটিউটের পরিচালকের অফিসে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে সকল পরীক্ষার নম্বরপত্রের ১ (এক)টি করে ফটোকপি ও সম্প্রতি তোলা ২ (দুই) কপি ছবি সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক/ বিভাগের চেয়ারম্যান/ ইনস্টিটিউটের পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত করে জমা দিতে হবে। বিদেশ থেকে অর্জিত ডিগ্রির সমতা নিরূপণের পর ভর্তির আবেদন করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য প্রদান না করলে ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য প্রার্থীকে এম.ফিল. পাশ অথবা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক সম্মান ও ১ বছর মেয়াদী মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা ৩ বছর মেয়াদী স্নাতক সম্মান ও ১ বছর মেয়াদী মাস্টার্স ডিগ্রীর অধিকারী হতে হবে। প্রার্থীদের সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ/শ্রেণীসহ ন্যূনতম ৫০% নম্বর থাকতে হবে। CGPA নিয়মে মাধ্যমিক/সমমান থেকে স্নাতক/ স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় CGPA ৫-এর মধ্যে ৩.৫ অথবা CGPA ৪-এর মধ্যে ৩ থাকতে হবে। প্রার্থীদের স্নাতক পর্যায়ে কোন স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অথবা কোন স্বীকৃতমানের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ২ বছরের গবেষণা সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অথবা সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ২ বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এছাড়া, প্রার্থীদের স্বীকৃতমানের জার্নালে প্রকাশিত কমপক্ষে ২টি গবেষণা প্রবন্ধ থাকতে হবে। কলা অনুষদ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ক্ষেত্রে অন্তত ১টি গবেষণা প্রকাশনা একক নামে হতে হবে।

উল্লেখ্য, দেশের কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনকারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে সরাসরি ভর্তি হতে পারবেন না। পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তির আগে তাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল প্রোগ্রামে ভর্তি হতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমফিল ডিগ্রিধারীদের আবেদনপত্র সংগ্রহের পূর্বে অর্জিত ডিগ্রির সমতা নিরূপণের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটির কাছে দরখাস্ত করতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যের জন্য এমফিল-পিএইচ.ডি. শাখায় যোগাযোগ করা যাবে।

অধ্যাপক ফেরদৌসী হান্নানের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ফেরদৌসী হান্নানের মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১ জানুয়ারি ২০১৯ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ফেরদৌসী হান্নান একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও গবেষক ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৪০ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। দেশের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে তিনি অনন্য অবদান রেখে গেছেন। তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য মরহুমার রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

অধ্যাপক ফেরদৌসী হান্নান গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ রাজধানীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি স্বামী, দুই মেয়ে, আত্মীয়স্বজন সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। গতকাল ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ নামাজে জানাজা শেষে তাকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ফেরদৌসী হান্নান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্ট্রার মরহুম আবদুল হাদী তালুকদারের মেয়ে এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার স্ত্রী।

বিভিন্ন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

কবি সুফিয়া কামাল হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবি সুফিয়া কামাল হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দর্শন বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্রী তাহমিনা আফসার চ্যাম্পিয়ন এবং পরিসংখ্যান বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্রী ফারজানা আক্তার জিনিয়া রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ৮ জানুয়ারি ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সকালে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে কবি সুফিয়া কামাল হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা ও পরিচালক অধ্যাপক ড. এম জিয়াউল হক মামুন, হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্যার এ এফ রহমান হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্যার এ এফ রহমান হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উর্দু বিভাগের বি এ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষের ছাত্র মো. শাহিন আলম চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এছাড়া, ক্রিমিনোলজি বিভাগের বিএসএস (সম্মান) ৪র্থ বর্ষের ছাত্র রাসেল মিয়া এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিএড (সম্মান) ৪র্থ বর্ষের ছাত্র মো. আরিফ হোসেন যুগ্মভাবে রানার্স-আপ হন। গত ৯ জানুয়ারি ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সকালে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন। উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্যার এ এফ রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান। এসময় হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদষ্টা ও পরিচালক অধ্যাপক ড. এম জিয়াউল হক মামুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাথলেটিকস্ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

জগন্নাথ হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ছাত্র রিপন দাস চ্যাম্পিয়ন এবং পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র নয়ন চন্দ্র দেব নাথ রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ১১ জানুয়ারি ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সকালে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। অনুষ্ঠানে জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা ও পরিচালক অধ্যাপক ড. জিয়াউল হক মামুন, ঢাবি এ্যাথলেটিক্স কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া এবং শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

কবি জসীম উদ্‌দীন হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবি জসীম উদ্‌দীন হলের ৩৫তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মার্কেটিং বিভাগের বিবিএ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষের ছাত্র শফিউল আলম চ্যাম্পিয়ন এবং একই বিভাগের একই বর্ষের ছাত্র শাহ পরান রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ১০ জানুয়ারি ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সকালে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ। অনুষ্ঠানে কবি জসীম উদ্‌দীন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

অমর একুশে হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অমর একুশে হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইলেকট্রিকাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৩য় বর্ষের (সম্মান) ছাত্র মোঃ হুমায়ুন কবির চ্যাম্পিয়ন এবং মৃত্তিকা,পানি ও পরিবেশ বিভাগের এম.এস শ্রেণীর ছাত্র মোঃ সাইফুল ইসলাম রাসেল রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ১২ জানুয়ারি ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সকালে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। অনুষ্ঠানে অমর একুশে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম, হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা ও পরিচালক অধ্যাপক ড. জিয়াউল হক মামুন, ঢাবি এ্যাথলেটিক্স কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া এবং শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের বিএসএস (সম্মান) ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী মাসুদা আক্তার এবং ম্যানেজমেন্ট বিভাগের বিবিএ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী রেশমা আক্তার ইতি রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ১৩ জানুয়ারি ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সকালে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ। অনুষ্ঠানে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জাকিয়া পারভীন, হলের আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা ও পরিচালক অধ্যাপক ড. জিয়াউল হক মামুন এবং শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধুর অবদান নিয়ে একটি গবেষণামূলক বই লিখেছেন সাংবাদিক, লেখক ও গবেষক স্বপন কুমার দাস। বইয়ের নাম 'বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ'। লেখক স্বপন কুমার দাস গত ২২ নভেম্বর ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানকে বইটি উপহার দেন। এ সময় বইয়ের প্রচ্ছদ শিল্পী হারাধন চক্রবর্তী ও প্রকাশক নিখিল শীল উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

চীনের রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত মি. ঝাং ঝু গত ৮ জানুয়ারি ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে স্বস্ত্রীক তাঁর বাসায় সাক্ষাৎ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. জোউ মিংডং।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে মতবিনিময় করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান চীনের রাষ্ট্রদূতকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম অবহিত করেন।

চীন এবং বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান রয়েছে উল্লেখ করে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে চীনের ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম নিয়ে অনেক সমঝোতা স্মারক রয়েছে। এসব সমঝোতা স্মারকের আওতায় নিয়মিতভাবে শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় হচ্ছে বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং চীনের রাষ্ট্রদূত মি. ঝাং ঝু একে অপরকে ক্রেস্ট এবং বিভিন্ন শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করেন।

জাপানী অধ্যাপক

জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ইয়াসুশি মাকিহারা গত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আতিকুর রহমান আহাদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকদের মধ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ওপর তারা গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত মি. ঝাং ঝু গত ৮ জানুয়ারী ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে স্বস্ত্রীক তাঁর বাসায় সাক্ষাৎ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. জোউ মিংডং।

প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ক দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের উদ্যোগে "Innovation in Engineering and Technology (ICIET)" শীর্ষক দু'দিন ব্যাপী প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে "Science, Engineering and Technologies for Next Generation".

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হাসানুজ্জামানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং আইইই বাংলাদেশ শাখার চেয়ার অধ্যাপক ড. সেলিয়া শাহনাজ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ে অত্যাধুনিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পেশাজীবী, শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গবেষকদের যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এই সম্মেলন গবেষকদের মধ্যে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করবে এবং শিক্ষাবিদ ও শিল্পপতিদের জন্য একটি কমন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান ও তাইওয়ানের শিক্ষক ও গবেষকগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটে চিনের পুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রী প্রদান

বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত মি. ঝাং ঝু গত ৮ জানুয়ারী ২০১৯ আনুষ্ঠানিভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের জন্য কিছু মূল্যবান পুস্তক, কম্পিউটার, এয়াকুলার এবং অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এসব সামগ্রী গ্রহণ করেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অণুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. জোউ মিংডং, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. শিশির ভট্টাচার্য্য এবং কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ চিনের রাষ্ট্রদূত ও চিন সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটে মূল্যবান শিক্ষা সামগ্রী প্রদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিনের এজাতীয় সহযোগিতা আগামীতে অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত মি. ঝাং ঝু গত ৮ জানুয়ারী ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটে কিছু মূল্যবান পুস্তক, কম্পিউটার এবং অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. জোউ মিংডং এবং ইনস্টিটিউটের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাউন্টিং অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের ১১তম পুনর্মিলনী উৎসব গত ১২ জানুয়ারি ২০১৯ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিনব্যাপী এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। একাউন্টিং অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি স্বদেশ রঞ্জন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এনবিআর-এর চেয়ারম্যান মো. মোশাররফ হোসেন ভূইয়া এনডিসি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি এ কে আজাদ, একাউন্টিং অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. তোফায়েল আহমেদ, এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ড. এম হারুনূর রশীদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রিয়াজুর রহমান চৌধুরী।

বিশ্ব হিন্দি ভাষা দিবস পালিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে গত ১০ জানুয়ারি ২০১৯ বিশ্ব হিন্দি ভাষা দিবস উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. শিশির ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ভারতীয় হাই কমিশনের ভারপ্রাপ্ত হাই কমিশনার ড. আদর্শ সোয়াইকা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টারের পরিচালক ড. নীপা চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। অতিথিদের প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে হিন্দি ভাষা হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ রোমান্টিক ভাষা। দিনে দিনে এই ভাষা জনপ্রিয়তা অর্জন করছে এবং প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে হিন্দি ভাষা দিবস উপলক্ষে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের হিন্দি ভাষা বিভাগের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে ক্রেস্ট এবং পুরস্কার প্রদান করা হয়। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সুমিতমো কর্পোরেশন বৃত্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান

জাপানের সুমিতমো কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০জন নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করবে। ২০১৫-২০১৬ সেশনে ১ম বর্ষ (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তিকৃত নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ২০১৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। আবেদনকারীদের ৪র্থ বিষয় বাদে এস.এসসিতে ৪.৮০ এবং এইচ.এসসিতে ৪.৮০ গ্রেডপ্রাপ্ত হতে হবে। আবেদন ফরম রেজিস্ট্রার দফতরের ২০৮(ক) নম্বর কক্ষ থেকে সংগ্রহ করা যাবে। আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে স্ব স্ব বিভাগীয় চেয়ারম্যান/ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং হল প্রাধ্যক্ষের স্বাক্ষর ও সীলমোহরসহ উপ-রেজিস্ট্রার (শিক্ষা-৫) (কক্ষ নং-২০৮/ক) এর নিকট আগামী ১৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে।

বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীকে মাথাপিছু বার্ষিক ৩০০ (তিনশত) মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ বাংলাদেশী টাকা প্রদান করা হবে। সদাচরণ, পড়াশুনায় সন্তোষজনক অগ্রগতি এবং নিয়মিত অধ্যয়ন সাপেক্ষে এই বৃত্তি পরবর্তী বছরসমূহে নবায়নযোগ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১০ জানুয়ারি ২০১৯ ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মিসেস সেলিনা বানুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপাধ্যক্ষ মিসেস সেলিনা আক্তারসহ শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দু'দিনব্যাপী বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতা শেষে গত ৭ জানুয়ারি ২০১৮ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এসময় উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. উম্মে সালেমা বেগমসহ শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত জয়নুল উৎসব গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১৮ শেষ হয়েছে। সমাপণী অনুষ্ঠানে ইংল্যান্ডের শিল্পী ড. সুজান কলিন্স এবং স্পেন প্রবাসী বাংলাদেশী শিল্পী মনিরুল ইসলামকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃতী শিল্পীদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন, শিল্পাচার্যের পুত্র প্রকৌশলী ময়নুল আবেদিন, অধ্যাপক রফিকুন নবী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী পালন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে গত ১২ জানুয়ারি ২০১৯ দিনব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভা, বিবেকানন্দ বৃত্তি প্রদান ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সম্মানিত অতিথি হিসেবে ঢাকাস্থ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ধ্রুবেশানন্দজী মহারাজ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান,দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, জয়ন্ত কুমার দেব, নির্মল কুমার চ্যাটার্জী এবং অখিল চন্দ্র ভৌমিক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি ছিলেন জ্ঞানের সাধক। বাঙালি জাতি ও হিন্দু ধর্মকে বিশ্বের কাছে তিনি তুলে ধরেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভাবনা এবং সমাজের সকলকে এক করে দেখার অনুপ্রেরণা এই মহান বাঙালির কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি।

এর আগে রাত ১২টা ১ মিনিটে জগন্নাথ হলের স্বামী বিবেকানন্দ ভাস্কর্য প্রাঙ্গণে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে দিনব্যাপী কর্মসূচীর সূচনা হয়। সকাল ৭টায় জগন্নাথ হল উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, সকাল ৯:৩০টায় জগন্নাথ হল থেকে বিশ্ব শান্তি কামনায় একটি সম্প্রীতি শোভাযাত্রা বের করা হয়। এসব কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর চেয়ারম্যান প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন।

এছাড়া, অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বার্ষিক প্রকাশনা “জ্ঞানদীপ”-এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে বঙ্গোপসাগর থেকে তত্ত্ব-উপাত্ত সংগ্রহ শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে এবং ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশান গভারনেন্স ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী সহযোগিতায় সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সমুদ্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার নিমিত্তে সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের ব্যবহারিক কোর্সের আওতায় বঙ্গোপসাগর থেকে তত্ত্ব-উপাত্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের এম এস শ্রেণীর ১৩ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মংলাস্থ কমান্ডার ফ্লোটিলা ওয়েষ্টের “করতোয়া” জাহাজযোগে ৪ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ “Bay of Bengal Cruise-2018”-এর যাত্রা শুরু করে ১০ ডিসেম্ব ২০১৮ তারিখ ফিরে আসে। যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব মো. জোবায়ের আলম ও সহকারী অধ্যাপক মীর শরীফুল ইসলাম তাদের কে বিদায় জানান। শিক্ষার্থীদের গবেষণার কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক জনাব মো. আতিকুল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন। Cruise-এ তত্ত্ব-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়।

হাক্কানী আঞ্জুমানের প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের মানুষ সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল–উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, হাক্কানী আঞ্জুমান শব্দের অর্থই হলো বিদগ্ধ তারকাদের সম্মিলন। আঞ্জুমান দেয়াল করে না, তারা প্রীতির ব্রীজ তৈরী করে। বাংলাদেশ একটি ধর্মীয় মূল্যবোধের দেশ। অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এদেশের মানুষ সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিজের ধর্ম এবং অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হলো বাঙালীর জীবন দর্শন।

উপাচার্য গত ১২ জানুয়ারি ২০১৯ ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হাক্কানী আঞ্জুমান বাংলাদেশ-এর ২৪তম আন্তর্জাতিক সর্বধর্মীয় প্রার্থনা সভায় এসব কথা বলেন।

হাক্কানী আঞ্জুমান বাংলাদেশ-এর সভাপতি আলহাজ্ব ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে এই প্রার্থনা সভায় উপস্থিত ছিলেন সাবেক হুইপ সাগুফতা ইয়াসমীন, নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব আবদুস সামাদ, প্রখ্যাত পরমানু বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. মো. শমশের আলী, সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী নূরুল ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আতাউর রহমান মিয়াজী, উর্দু বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. ইস্রাফীল, বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি মিলন কান্তি দত্ত, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কৃতি সমিতির সভাপতি অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বাংলাদেশ মহানাম সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পাদক বিজ্ঞান বন্ধু ব্রহ্মচারী, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ এবং ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ভেন বুদ্ধপ্রিয় মহাথের, শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি আজাদুইন্দর সিং এবং হাক্কানী আঞ্জুমান বাংলাদেশ-এর সেক্রেটারি ডা. এস এম নূরুল হক।

State Access vs Public Goods শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১৩ জানুয়ারী ২০১৯ সামাজিক বিজ্ঞান ভবনের মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে “State Access vs Public Goods” শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নরওয়ের অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের কালচার স্টাডিজ ও ওরিয়েন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজেস বিভাগের অধ্যাপক অ্যারিল্ড এ্যাঙ্গেলসেন রুড। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মনিরুল ইসলাম খান এবং অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সাহাদাত হোসেন সিদ্দিকী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ বলেন, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচন সংক্রান্ত প্রবন্ধটি সমসাময়িক। অতি সম্প্রতি আমরা একটি জাতীয় নির্বাচন পার করেছি। প্রবন্ধে ভোট সংক্রান্ত ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গকে উদাহরণ হিসেবে নিলেও বাংলাদেশের সাথে এর অনেক মিল আছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের ভোট নিয়ে একটি তুলনামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করার জন্য অধ্যাপক অ্যারিল্ড এ্যাঙ্গেলসেন রুডকে আহবান জানান প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ।

ঢাবি-এ অটিজম শীর্ষক কোর্সের উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ‘Advanced Course on DIsability, Autism and Inclusive Education’ শীর্ষক একটি নতুন কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ১১ জানুয়ারি ২০১৯ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই কোর্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব সুশান্ত কুমার প্রামানিক, শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের যুগ্ম সচিব সালমা জাহান এবং ঢাবি যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম এবং মোঃ নজরুল ইসলাম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫